Naya Jamana Evening Edition.....9 june.....2026_Layout 1 23-06-2026 16:22 Page 1

বাংলা আজ যা ভাবে

সংবাদ নয়া জামানা

সান্ধ্য সংস্করণ

৮ আষাঢ় ।। ১৪৩৩।। মঙ্গলবার ২৩ জুন ২০২৬ ।। ১ ম বর্ষ ৩৮০ সংখ্যা ।। ২ পাতা

প্রধানমন্ত্রী বদলেই চলেছে, ব্রিটেনের ১০ নম্বর ডাউনিং স্ট্রিটের স্থায়ী বাসিন্দা এক বিড়াল!

ইরান যদি চুক্তির শর্ত না মানে, যা করার তাই করব', হুঁশিয়ারি ট্রাম্পের

মেসি কাণ্ডে বহাল রক্ষাকবচ, বড়সড় স্বস্তি অরূপ বিশ্বাসের, গুরুত্বই পেল না শতদ্রুর আবেদন

ফুটেজ সংরক্ষণ

নয়া জামানা ঃ ভবানীপুর বিধানসভার গণনা কেন্দ্রের সমস্ত সিসিটিভি ফুটেজ সংরক্ষণের নির্দেশ কলকাতা হাই কোর্টের। সংরক্ষণ করে রাখতে হবে সমস্ত ইভিএম এবং ভিভিপ্যাট। আদালতের নির্দেশ ছাড়া কোনও তথ্য মুছে ফেলা যাবে না বলেও নির্দেশ কলকাতা হাই কোর্টের। আজ, মঙ্গলবার বিচারপতি গৌরাঙ্গ কান্তের এজলাসে এই সংক্রান্ত মামলার শুনানি হয়। শুনানিতে সবপক্ষের সওয়াল-জবাব শেষে এহেন নির্দেশ দেন বিচারপতি গৌরাঙ্গ কান্ত। আগামী দু'মাস পর ফের এই মামলার শুনানি হাই কোর্টে।

শ্যামাপ্রসাদকে শ্রদ্ধা

নয়া জামানা ঃ বদলের বাংলায় ক্রমশ আরও প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠছেন ভারত কেশরী শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। তাঁর জন্মদিন ৬ জুলাই সরকারি ছুটি, বিরাট মূর্তি গড়ায় উদ্যোগ আগেই গ্রহণ করেছে রাজ্য সরকার। এবার শ্যামাপ্রসাদের মৃত্যুরহস্য নিয়ে মুখ খুললেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। মঙ্গলবার, ২৩ জুন তাঁর মৃত্যুদিনে শ্রদ্ধা জানিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর আক্ষেপ, তাঁর মৃত্যু নিয়ে রহস্য তৈরি হয়েছে। আসল ঘটনা আড়ালে ছিল। ইচ্ছে করে ইতিহাসকে ভুলিয়ে দেওয়ার চেষ্টা হয়েছে।

টিকিট প্রতারণা মামলা

নয়া জামানা ঃ আরও বিপাকে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের আপ্তসহায়ক সুমিত রায়। শুধু তাই নয়, আইনি জটিলতায় প্রতীক জৈন। বিধানসভার টিকিট পাইয়ে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে ৪০ লক্ষ টাকা নেওয়ার অভিযোগে তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদকের আপ্ত-সহায়ক সুমিত রায় এবং আইপ্যাকের অন্যতম কর্তা প্রতীক জৈনের বিরুদ্ধে কৃষ্ণনগর জেলা এবং দায়রা আদালতের দ্বারস্থ হলেন এক তৃণমূল নেতা। একইসঙ্গে মামলা দায়ের করেছেন আইপ্যাক এজেন্ট রিঙ্কি মল্লিকের বিরুদ্ধেও।

মৃত্যুবার্ষিকীতে শ্যামাপ্রসাদকে

শ্রদ্ধা মোদি-শাহ-শুভেন্দুর

তাঁর দেখানো পথেই দেশ চলবে ঃ প্রধানমন্ত্রী

দীপঙ্কর দোলাই,নয়া জামানা ঃ মৃত্যুবার্ষিকীতে ভারতীয় জনসঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাতা শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়কে শ্রদ্ধা জানালেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ এবং পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী।১৯৫৩ সালের ২৩ জুন শ্রীনগরের জেলে মৃত্যু হয় শ্যামাপ্রসাদের। সেই দিনটিকে স্মরণে রেখে প্রতি বছর বিজেপি এই দিনটি 'বলিদান দিবস' হিসেবে পালন করে।মঙ্গলবার সকালে এক্স হ্যান্ডেলে পোস্ট করে প্রধানমন্ত্রী মোদি লেখেন, মৃত্যুবার্ষিকীতে বিশিষ্ট দেশপ্রেমিক, শিক্ষাবিদ ও রাষ্ট্রনেতাবিদ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জিকে শ্রদ্ধা জানাই। দেশের প্রতি তাঁর নিষ্ঠা ও প্রত্যয়ের কথা স্মরণ করিয়ে প্রধানমন্ত্রী আরও লেখেন, তাঁর বিবেচনা বোধ ও দেশের স্বার্থকে সবার আগে প্রাধান্য দেওয়ার মানসিকতা প্রজন্মের পর প্রজন্মকে অনুপ্রাণিত করে এসেছে। তাঁর আত্মবলিদান গভীর রেখাপাত করেছে বলে মন্তব্য করে মোদি জানান, শ্যামাপ্রসাদের দেখানো পথে ভারতকে এগিয়ে নিয়ে যেতে তাঁরা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ এবং তাঁর স্বপ্নের উন্নত ভারত গড়ে তোলাই তাঁদের দায়িত্ব।শ্রদ্ধা জানানো পোস্টে শ্যামাপ্রসাদের কয়েকটি নীতিগত সিদ্ধান্তের কথা তুলে ধরেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। ভারতীয় জনসঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাতার দেশের প্রতি কর্তব্যে অবিচল থাকার মানসিকতা এবং ভারতকে ঐক্যবদ্ধ দেশ হিসেবে গড়ে তোলার ক্ষেত্রে তাঁর ভূমিকার কথা ব্যাখ্যা করেন তিনি।

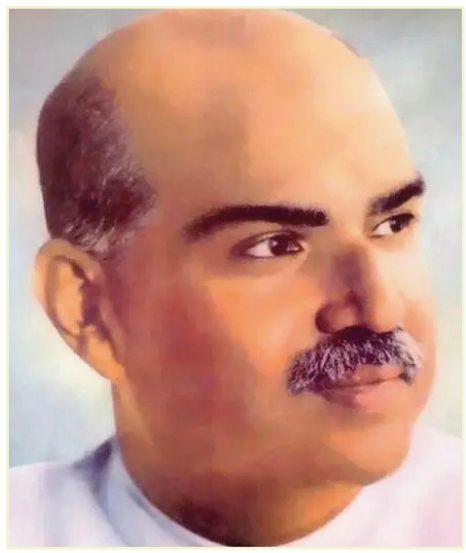

শাহ স্মরণ করিয়ে দেন, সংবিধানের ৩৭০ ধারা বিলোপের দাবি জানিয়েছিলেন শ্যামাপ্রসাদ এবং আজীবন তিনি একই দেশে দুটি সংবিধান ও দুই রাষ্ট্রপ্রধানের বিরোধিতা করেছেন। ২০১৯ সালে দ্বিতীয়বার বিপুল সংখ্যক আসন নিয়ে ক্ষমতায় এসে মোদি সরকার এই ৩৭০ ধারা অবলুপ্ত করে।পোস্টের পরবর্তী অংশে বাংলায় বিজেপির নির্বাচনী জয়ের প্রসঙ্গও সুকৌশলে তুলে ধরেন শাহ। তিনি লেখেন, আজ তাঁর জন্মভূমি সবার আগে দেশ-এই ভাবনাকে মাথায় রেখে দেশের স্বার্থ রক্ষা এবং ঐতিহ্য রক্ষা করতে তৎপর। কাশ্মীর থেকে শুরু করে বাংলাকে এক সুতোয় বেঁধেছিলেন শ্যামাপ্রসাদ। আমরাও দেশকে সুরক্ষিত করতে তাঁর দেখানো পথেই চলব।শ্রদ্ধা জানিয়ে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী লেখেন, ভারতের একতা ও অখণ্ডতা রক্ষায় নিজের জীবন উৎসর্গকারী প্রণম্য রাষ্ট্রবাদী নেতা, জনসঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাতা, পশ্চিমবঙ্গের জনক ভারত কেশরী ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী'র বলিদান দিবসে আমার শতকোটি প্রণাম।

ফিরহাদ-অরূপ-জাভেদ সহ ৮ শীর্ষ

নেতাকে বহিষ্কার করল কালীঘাট তৃণমূল

নয়া জামানা ঃ ফিরহাদ হাকিম, অরূপ বিশ্বাস, জাভেদ খানদের বহিষ্কার করল কালীঘাট তৃণমূল। গতকাল, সোমবার রাতে ফিরহাদ, অরূপ-সহ একগুচ্ছ নেতাকে শোকজ করা হয়েছিল। সেই শোকজের উত্তর পাওয়ার আগেই কালবিলম্ব না করে তাঁদের বহিষ্কার করলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রাথমিকভাবে জানা গিয়েছে, ফিরহাদ হাকিম, অরূপ বিশ্বাস, অরূপ রায়, জাভেদ খান, রথীন ঘোষ, বিপ্লব মিত্র, সাবিনা ইয়াসমিন, স্নেহাশিস চক্রবর্তীদের বহিষ্কার করা হয়েছে। ফিরহাদরা ইতিমধ্যেই ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'আসল' তৃণমূল শিবিরে যোগ দিয়েছেন। শুধু তাই নয়, 'আসল' তৃণমূলের কমিটিতেও অনেকেই রয়েছেন।এতদিন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছায়াসঙ্গী ছিলেন

ফিরহাদ হাকিম, অরূপ বিশ্বাসরা। জাভেদ খানও দলের গুরুত্বপূর্ণ মুখ। রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী স্নেহাশিস চক্রবর্তী জানিয়েছিলেন, তিনি রাজনীতি থেকে অবসর নিচ্ছেন। ঘটনাক্রমে তাঁদের সকলেই এই মুহূর্তে ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'আসল' তৃণমূলে। আরও নতুন নাম আগামী দিনে যুক্ত হতে পারে, এমন ইঙ্গিতও দিয়েছেন ঋতব্রত। গতকাল এই 'আসল' তৃণমূলের পক্ষ থেকে সাংবাদিক বৈঠকও হয়েছে। সোমবার নিউটাউনের পাঁচতারা হোটেলে তাঁদের নেতৃত্বে দলের বিশেষ অধিবেশনে নতুন করে ঘোষণা করা হয়েছে জাতীয় কর্মসমিতি। তাতে মমতা কিংবা অভিষেকের কোনও জায়গাই হয়নি। দলের চেয়ারপার্সন হয়েছেন অরূপ রায়। সাধারণ সম্পাদক ঋতব্রত-সহ চারজন।ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় সাংবাদিক বৈঠকে জানিয়েছিলেন, তাঁদের সঙ্গে ফিরহাদ হাকিম, অরূপ বিশ্বাসরা রয়েছেন। তাই নিয়ে জোর জল্পনা দেখা দেয়। শুধু তাই নয়, মঞ্চে ঋতব্রতের পাশে বসেছিলেন হাওড়ার বিধায়ক, মমতার স্নেহধন্য অরূপ রায়। মঞ্চে ছিলেন রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী স্নেহাশিস চক্রবর্তী, সাবিনা ইয়াসমিনরা। এরপর রাতেই কালীঘাট তৃণমূলের পক্ষ থেকে ফিরহাদ-অরূপ-সহ একগুচ্ছ নেতাকে শোকজ করা হয়। আজ, মঙ্গলবার দুপুরেই কালীঘাট তৃণমূলের পক্ষ থেকে তাঁদের বহিষ্কার করা হল। প্রাথমিকভাবে জানা গিয়েছে, ফিরহাদ হাকিম, অরূপ বিশ্বাস, অরূপ রায়-সহ আটজনকে বহিষ্কার করা হল।

Naya Jamana Evening Edition........9 june.....2026_Layout 1 23-06-2026 16:22 Page 2

চিকুনগুনিয়ার মতো মারাত্মক ভাইরাস রুখবে গোমূত্র !

নিজস্ব প্রতিবেদন ঃ ২০২০ সালে মোদি সরকার যখন 'কাউপ্যাথি' বা দেশি গরুর পঞ্চগব্য নিয়ে গবেষণার জন্য ৯৮ কোটি টাকা বরাদ্দ করেছিল, তখন অনেকেই ভুরু কুঁচকেছিলেন। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির আধুনিক যুগে এই ধরনের গবেষণা কতখানি যৌক্তিক, তা নিয়ে আলোচনা-সমালোচনার ঝড় উঠেছিল সাধারণ মানুষের মনে। কিন্তু সম্প্রতি সেই বরাদ্দের ফল হাতেনাতে মিলতে শুরু করেছে। দেশের প্রথম সারির আইআইটি গবেষকরা এবার তাঁদের গবেষণাপত্র প্রকাশ করেছেন, যা বিজ্ঞান মহলে নতুন করে শোরগোল ফেলে দিয়েছে। 'দি প্রিন্ট'-এর একটি সাম্প্রতিক প্রতিবেদনে উঠে এসেছে আইআইটি রূড়কির বিজ্ঞানীদের এক চমকপ্রদ সাফল্যের কথা। তাঁরা দেশি গরুর মূত্র থেকে তৈরি 'গোমূত্র অর্ক' নিয়ে বিস্তারিত পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়েছেন। তাঁদের গবেষণায় দাবি করা হয়েছে, চিকুনগুনিয়ার মতো মারাত্মক ভাইরাসের বিরুদ্ধে এটি বেশ কার্যকরী অ্যান্টিভাইরাল হিসেবে কাজ করতে পারে। ল্যাবরেটরির কঠোর বৈজ্ঞানিক পরীক্ষায় এই প্রমাণ মেলায় এখন খোদ গবেষক দলই বেশ আশাবাদী। শুধু ভাইরাসের ওষুধই নয়, দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহারের মতো আরও অনেক কিছু খুঁজে বের করেছেন আইআইটি বেনারস হিন্দু ইউনিভার্সিটির বিজ্ঞানীরা। তাঁরা পরীক্ষা করে দেখেছেন যে প্রাচীন পঞ্চগব্যকে (দুধ, দই, ঘি, গোবর ও গোমূত্র) প্রাকৃতিক ডিসইনফেক্ট্যান্ট বা

জীবাণুনাশক হিসেবে কতটা কার্যকরভাবে ব্যবহার করা সম্ভব। আবার আইআইটির অন্য এক গবেষণায় দেখা গেছে, গোবরের মধ্যে এমন কিছু রাসায়নিক উপাদান রয়েছে যা ধাতুর ওপর একটা সুরক্ষাকবচ তৈরি করে মরচে পড়া আটকাতে সাহায্য করতে পারে। এমনকি বায়োগ্যাস বার্নার ও উন্নতমানের ইলেকট্রোড তৈরিতেও গোবরের ব্যবহার নিয়ে দারুণ সব তথ্য সামনে আসছে।আয়ুর্বেদের হাজার বছরের পুরনো বিশ্বাসকে আধুনিক বিজ্ঞানের ল্যাবরেটরিতে এনে কড়া পরীক্ষার মুখে ফেলার এই যে চেষ্টা, তা এক নতুন মাত্রা পাচ্ছে। গবেষকদের মতে, বিজ্ঞান মানে যেমন অন্ধ বিশ্বাস নয়, তেমনই প্রমাণের আগে সবকিছুকে স্রেফ কুসংস্কার বলে উড়িয়ে দেওয়াও ঠিক নয়। ৯৮ কোটির এই সরকারি প্রকল্প শেষ পর্যন্ত কতটা সার্থক হবে তা হয়তো সময়ই বলবে, তবে আইআইটি-র এই গবেষণাপত্রগুলো অন্তত এটুকু স্পষ্ট করে দিল যে, আমাদের চেনা-জানা অতি সাধারণ উপাদানের মধ্যেও লুকিয়ে থাকতে পারে আধুনিক প্রযুক্তির বড় বড় সমাধান।

পৃথিবীর শেষদিন কবে ?

নয়া জামানা ডেস্ক ঃ রহস্যময় ভবিষ্যদ্বক্তা হিসেবে পরিচিত বাবা ভাঙ্গার ভবিষ্যদ্বাণী নিয়ে নতুন করে আলোচনা শুরু হয়েছে। সম্প্রতি আবারও সামনে এসেছে তাঁর একটি বহুল প্রচারিত দাবি, যেখানে বলা হয় যে ৫০৭৯ সালেই মানবসভ্যতার সমাপ্তি ঘটবে। যদিও এই দাবির

কোনও বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নেই এবং গবেষকদের অনেকেই এর সত্যতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন, তবুও প্রতি বছরই বাবা ভাঙ্গার বিভিন্ন ভবিষ্যদ্বাণী সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এবং সংবাদমাধ্যমে আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু হয়ে ওঠে। বাবা ভাঙ্গা, যার প্রকৃত নাম ভ্যাঞ্জেলিয়া পানদেভা গুশতেরোভা, ছিলেন বুলগেরিয়ার এক অন্ধ নারী। সমর্থকদের দাবি, তিনি ভবিষ্যতের নানা ঘটনা আগাম দেখতে পেতেন। তাঁর নামে সোভিয়েত ইউনিয়নের পতন, ২০০১ সালের সন্ত্রাসী হামলা, প্রাকৃতিক দুর্যোগ এবং অন্যান্য বিশ্বঘটনার মতো নানা ভবিষ্যদ্বাণী প্রচলিত রয়েছে। তবে ইতিহাসবিদদের মতে, এসব দাবির বড় অংশই পরে তৈরি হয়েছে বা প্রমাণিত নথির অভাবে যাচাই করা সম্ভব নয়। জনশ্রুতি অনুযায়ী, বাবা ভাঙ্গা মানবজাতির ভবিষ্যৎ নিয়ে একটি দীর্ঘ সময়রেখার কথা বলেছিলেন। সেই তালিকায় বিভিন্ন শতাব্দীতে যুদ্ধ, জলবায়ু পরিবর্তন, প্রযুক্তিগত অগ্রগতি, মহাকাশে মানুষের বিস্তার এবং ভিনগ্রহের প্রাণের সঙ্গে সম্ভাব্য যোগাযোগের মতো নানা ঘটনার উল্লেখ রয়েছে। সেই ধারাবাহিকতার শেষেই ৫০৭৯ সালে পৃথিবী বা মানবসভ্যতার অবসানের কথা বলা হয়। তবে বিজ্ঞানীরা এই ধরনের ভবিষ্যদ্বাণীকে বিশ্বাসযোগ্য বলে মনে করেন না।পৃথিবীর ভবিষ্যৎ নিয়ে গবেষণা করা জ্যোতির্বিজ্ঞানী, ভূবিজ্ঞানী এবং জলবায়ু বিশেষজ্ঞদের মতে, কোনও নির্দিষ্ট বছরে পৃথিবীর সমাপ্তি ঘটবে;এমন দাবি সমর্থন করার মতো কোনও বৈজ্ঞানিক প্রমাণ নেই। বরং মানবসভ্যতার ভবিষ্যৎ নির্ভর করবে জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলা, প্রাকৃতিক সম্পদের সঠিক ব্যবহার, প্রযুক্তির দায়িত্বশীল প্রয়োগ এবং আন্তর্জাতিক সহযোগিতার মতো বাস্তব বিষয়গুলির ওপর। বিশেষজ্ঞরা আরও বলেন, পৃথিবীকে ঘিরে নানা ধরনের ভবিষ্যদ্বাণী বা 'প্রলয়ের ভবিষ্যৎবাণী' অতীতেও বহুবার সামনে এসেছে। ২০০০ সাল, ২০১২ সাল কিংবা অন্য বিভিন্ন সময়কে ঘিরেও পৃথিবীর শেষ হওয়ার দাবি করা হয়েছিল। কিন্তু সেসব ভবিষ্যদ্বাণী বাস্তবে সত্যি প্রমাণিত হয়নি। তাই বাবা ভাঙ্গার ৫০৭৯ সালের ভবিষ্যদ্বাণীকে অনেকেই সাংস্কৃতিক কৌতূহল বা লোকবিশ্বাসের অংশ হিসেবেই দেখার পরামর্শ দিচ্ছেন।ইতিহাস, রহস্য এবং ভবিষ্যৎ নিয়ে মানুষের স্বাভাবিক আগ্রহ থেকেই এই ধরনের ভবিষ্যদ্বাণী জনপ্রিয়তা পায়। তবে বিজ্ঞানভিত্তিক তথ্য ও যাচাইযোগ্য প্রমাণের অভাবে এগুলিকে নিশ্চিত সত্য হিসেবে গ্রহণ করা উচিত নয়। সব মিলিয়ে, ৫০৭৯ সালে পৃথিবীর সমাপ্তি ঘটবে;এমন দাবির পক্ষে কোনও নির্ভরযোগ্য বৈজ্ঞানিক তথ্য নেই। ফলে এই ভবিষ্যদ্বাণীকে রহস্যময় এক কিংবদন্তি হিসেবেই দেখা উচিত, বাস্তব ভবিষ্যতের নির্ভুল পূর্বাভাস হিসেবে নয়।

ইরানের গায়িকাকে ৭৪টি বেত্রাঘাতের নির্দেশ !

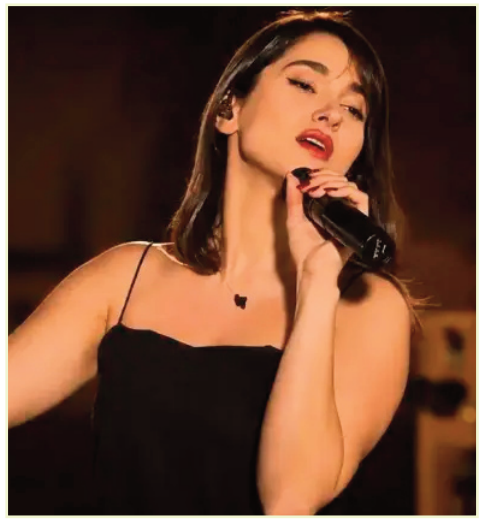

নয়া জামানা ডেস্ক ঃ হিজাব না পরে অনলাইন কনসার্টে গান আর তাতেই বিপত্তি! সেই অপরাধে ইরানের জনপ্রিয় সঙ্গীতশিল্পী পরাস্তু আহমাদি এবং তাঁর দলের আট সদস্যকে সাজা দিল আদালত। জানা গিয়েছে, মোট ৭৪টি করে বেত্রাঘাতের সাজা ঘোষণা করেছে দেশের একটি আদালত। ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম 'দ্য গার্ডিয়ান'-এর এক

প্রতিবেদনে এই চাঞ্চল্যকর তথ্য সামনে এসেছে।আদালতের নথি অনুযায়ী, ইরানের কোম প্রদেশের একটি ফৌজদারি আদালত এই শাস্তি ঘোষণা করেছে। বেত্রাঘাতের পাশাপাশি ওই শিল্পী ও কলাকুশলীদের ওপর দুই বছরের জন্য দেশত্যাগে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে। পাশাপাশি, দু'বছর কোনওরকম শৈল্পিক বা সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে। তাঁদের বিরুদ্ধে মূলত ইউটিউবে 'অশ্লীল ও অনৈতিক কন্টেন্ট' তৈরি এবং প্রচারের মাধ্যমে শালীনতা ভঙ্গের অভিযোগ আনা হয়েছে। তবে ইরানের বিচারবিভাগীয় সংবাদসংস্থার পক্ষ থেকে এই রায় এখনও আনুষ্ঠানিকভাবে প্রকাশ করা হয়নি।ঘটনার সূত্রপাত ২০২৪ সালের ডিসেম্বরে। যখন ২৭ বছর বয়সী এই গায়িকা তাঁর ইউটিউব চ্যানেলে একটি লাইভস্ট্রিমিং কনসার্টের আয়োজন করেন। সেখানে তিনি 'আজ খুনে জাভানানে ভাতান' নামক একটি জনপ্রিয় দেশাত্মবোধক গান পরিবেশন করেন। ভিডিওটিতে দেখা যায়, তাঁর পরনে ছিল একটি স্লিভলেস কালো পোশাক। তবে মাথায় কোনও হিজাব ছিল না। বরং চুল খোলা ছিল। চারজন পুরুষ সঙ্গীতশিল্পীর সঙ্গে পরিবেশিত তাঁর এই ভিডিওটি দ্রুত সমাজমাধ্যমে ভাইরাল হয়ে যায়। এর পর লক্ষ লক্ষ মানুষ তা ইউটিউবে দেখেন। ভিডিওটি প্রকাশের পরপরই পরাস্তু এবং বেশ কয়েকজন সঙ্গীতশিল্পীকে কিছুদিনের জন্য আটক করা হয়। পরে ছেড়েও দেওয়া হয়। কিন্তু পরবর্তীতে তাঁদের বিরুদ্ধে মামলাও দায়ের করা হয়।আদালতের এই রায়ের পর বিশ্বজুড়ে তীব্র ক্ষোভ ও নিন্দার ঝড় উঠেছে। মানবাধিকার কর্মী এবং আইনি বিশেষজ্ঞরা বলছেন, এই ঘটনা প্রমাণ করে যে ইরানের শাসনব্যবস্থা ও সংস্কৃতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর দমনে প্রশাসন কতটা কঠোর।মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের 'সেন্টার ফর হিউম্যান রাইটস ইন ইরান'-এর বাহার গান্দেহারি বলেন, ক্ষমকেবলমাত্র হিজাবছাড়া গান গাওয়ার জন্য পরাস্তুকে ৭৪টি বেত্রাঘাতের শাস্তি লজ্জাজনক। যা মনে করিয়ে দেয় যে, আন্তর্জাতিক মঞ্চে নিজেদের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করার জন্য ইরান সরকার যতই প্রচার চালাক না কেন, সে দেশে মানবাধিকার পরিস্থিতির বিন্দুমাত্র উন্নতি হয়নি। প্রখ্যাত সাংবাদিক মাসিহ আলিনেজাদও এই ঘটনাকে নারীদের বিরুদ্ধে বর্ণবাদ বলে আখ্যা দিয়েছেন। বলেছেন, ইরান সরকার নারী কণ্ঠস্বরকে নিজেদের জন্য হুমকি মনে করে। নির্বাসিত ইরানি অভিনেত্রী সেতারেহ মালেকি এবং ব্রিটিশ-ইরানি অভিনেত্রী নাজানিন বোনিয়াদিও এই রায়ের তীব্র সমালোচনা করেছেন। মানবাধিকার সংগঠনগুলির মতে, এই কঠোর শাস্তি মূলত অন্যান্য শিল্পীদের মনে ভয় ধরানো এবং জনসমক্ষে সরকারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ রুখে দেওয়ার একটি পরিকল্পিত চেষ্টা।

রোজ যে সিঙ্গাড়া খাচ্ছেন, তা আসলে রং করা !

নিজস্ব প্রতিবেদন ঃ বাঙালির আড্ডায় 'সিঙ্গাড়া' আর বিকেলের চা যেন এক অবিচ্ছেদ্য অংশ। শুধু বাংলা নয়, বাংলার সিঙ্গাড়ার পাশাপাশি গোটা ভারতবর্ষেই সমোসার জনপ্রিয়তা আকাশছোঁয়া। তবে সম্প্রতি সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম এক্স-এ সিঙ্গাড়া নিয়ে এমন একটি ভিডিও ভাইরাল হয়েছে, যা দেখে ভোজনরসিকদের চোখ কপালে উঠেছে। ভিডিওটিতে দেখা যাচ্ছে এক ব্যক্তি হরেক রকমের রাসায়নিক রঙ তুলি দিয়ে মাখিয়ে দিচ্ছেন হুবহু সিঙ্গাড়ার মতো দেখতে ত্রিকোণ কিছু জিনিসের ওপর ! ভিডিওটি ছড়িয়ে পড়তেই নেটপাড়ায় শুরু হয়েছে তীব্র বিতর্ক। খাবারে ভেজাল মেশানোর এই চরম রূপ দেখে অনেকেই ক্ষোভ উগড়ে দিয়েছেন। কিন্তু সত্যিই কি আমরা যে সিঙ্গাড়া খাই, তাতে এভাবে রঙ মেশানো হচ্ছে ? না কি এর পেছনে লুকিয়ে আছে অন্য কোনও গল্প ? এক্স হ্যান্ডেলে এক নেটিজেন ভিডিওটি শেয়ার করে ক্যাপশনে লেখেন, তওঁরা সিঙ্গাড়াতে রঙ লাগাচ্ছেন। আমি ভাবতাম সিঙ্গাড়া অন্তত খাঁটি জিনিস, কিন্তু এখানেও ভেজাল ঢুকে গেল !ভিডিওটিতে দেখা যাচ্ছে, মেঝেতে বসে এক ব্যক্তি চারপাশ জুড়ে রাখা থরে থরে সিঙ্গাড়ার আকারের বস্তুতে ব্রাশ দিয়ে সোনালী-বাদামি রঙ করছেন। এবং রঙের পোঁচ পড়ার পরমুহূর্তেই যা দেখতে হয়ে যাচ্ছে ঠিক টাটকা ছাঁকা তেলের সিঙ্গাড়ার মতো ! পাশে রাখা কিছু বাটিতে তরল রঙ এবং আরও অনেকগুলো রঙ না করা 'কাঁচা' সিঙ্গাড়া রাখা রয়েছে। ভিডিওটি দেখে মুহূর্তের মধ্যে সোশ্যাল মিডিয়ায় জল্পনা শুরু হয়। এক ব্যবহারকারী কমেন্ট করেন, সিঙ্গাড়াতে রঙ করার কী দরকার ? এতে কী লাভ হবে ওদের ? অন্য একজন লেখেন, তশেষমেশ সিঙ্গাড়াও বিশ্বাসঘাতকতা করল !এরপর ভিডিওটি ভাল করে খতিয়ে দেখার পর এবং অন্যান্য সচেতন নেটিজেনদের হস্তক্ষেপে আসল সত্যটি সামনে এসেছে। অধিকাংশ নেটিজেনই দাবি করেছেন, ভিডিওর ওই জিনিসগুলো কোনওভাবেই খাওয়ার উপযোগী সিঙ্গাড়া নয়। এগুলো আসলে মাটি বা প্লাস্টার অফ প্যারিস দিয়ে তৈরি এক ধরনের আর্টিফিশিয়াল বা শো-পিস , যা সাধারণত শো-কেস সাজাতে বা দোকানের কাউন্টারে ডিসপ্লে হিসেবে রাখার জন্য তৈরি করা হয়।

Naya Jamana Evening Edition.....9 june.....2026_Layout 1 23-06-2026 16:22 Page 3

সব্যসাচীর ঘনিষ্ঠ তৃণমূল নেত্রীর বাড়িতে তল্লাশি, উদ্ধার ৪ কোটির সোনা

নয়া জামানা , নদিয়া ঃ তৃণমূল নেতাদের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগের জাল ক্রমশ বিস্তৃত হচ্ছে। বিধাননগরের প্রাক্তন মেয়র তথা তৃণমূলের প্রাক্তন নেতা সব্যসাচী দত্তকে ঘিরে তদন্তে নেমে এবার তাঁর এক ঘনিষ্ঠ নেত্রীর বাড়ি থেকে বিপুল পরিমাণ সোনার গয়না উদ্ধারের দাবি করল পুলিশ। সোমবার গভীর রাতে নদিয়ার তেহট্টে অভিযান চালিয়ে জেলা পরিষদের সদস্য টিনা ভৌমিক সাহার বাড়ি থেকে প্রায় ৩ কেজি সোনার গয়না উদ্ধার করা হয়েছে বলে তদন্তকারী সূত্রে খবর। উদ্ধার হওয়া গয়নার আনুমানিক বাজারমূল্য ৪ কোটি টাকারও বেশি।পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, চলতি মাসের গোড়ায় তোলাবাজি, বেআইনি সম্পত্তি অর্জন-সহ একাধিক অভিযোগে গ্রেপ্তার হন সব্যসাচী দত্ত। তদন্ত চলাকালীন তাঁর রাজারহাটের ফ্ল্যাট এবং ব্যাঙ্ক লকার থেকে সোনা কেনার একাধিক নথি ও প্রায় সাড়ে ৩ কেজি সোনা উদ্ধার হয়েছিল বলে দাবি তদন্তকারীদের। সেই সূত্র ধরেই সামনে আসে আরও কয়েকজন ঘনিষ্ঠ ব্যক্তির নাম।তদন্তে উঠে আসে, নিজের পাশাপাশি ঘনিষ্ঠদের নামেও বিপুল পরিমাণ সোনা কেনার ব্যবস্থা করেছিলেন সব্যসাচী দত্ত। জেরায় পাওয়া তথ্যের ভিত্তিতে সোমবার রাতে তাঁকে সঙ্গে নিয়েই তেহট্টে টিনা ভৌমিক সাহার বাড়িতে তল্লাশি চালায় বিধাননগর দক্ষিণ থানার পুলিশ।অভিযানে প্রায় ৩ কেজি সোনার গয়না উদ্ধার হয় বলে দাবি পুলিশের। প্রাথমিক হিসাব অনুযায়ী, উদ্ধার হওয়া সোনার বর্তমান বাজারমূল্য প্রায় ৪ কোটি ৩৯ লক্ষ টাকা। সমস্ত গয়না বাজেয়াপ্ত করে তার উৎস ও মালিকানা খতিয়ে দেখতে তদন্ত শুরু হয়েছে।তদন্তকারীদের অনুমান, উদ্ধার হওয়া সোনার সঙ্গে কালো টাকা ও বেআইনি আর্থিক লেনদেনের যোগ থাকতে পারে।

ইতিমধ্যেই বিষয়টি নিয়ে আরও তথ্য সংগ্রহের কাজ শুরু করেছে পুলিশ। এই ঘটনায় রাজনৈতিক মহলেও ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে।

তারকেশ্বরে জল ঢালতে যাওয়ার পথে বাস উল্টে মৃত্যু ২ পুণ্যার্থীর

নয়া জামানা,আরামবাগ ঃ মঙ্গলবার ভোরে হুগলির আরামবাগের আদমবাঁধ এলাকায় ভয়াবহ বাস দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল দুই মহিলার। আহত হয়েছেন বহু যাত্রী। বর্ধমান থেকে তারকেশ্বরগামী একটি যাত্রীবোঝাই বাস নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার পাশে নয়ানজুলিতে উল্টে গেলে এই মর্মান্তিক ঘটনা ঘটে। জানা গিয়েছে, বাসটিতে প্রায় ৪০ থেকে ৫০ জন যাত্রী ছিলেন। স্থানীয় সূত্রে খবর, আদমবাঁধ এলাকায় বাসের পাতি ভেঙে যাওয়ায় চালক নিয়ন্ত্রণ হারান এবং বাসটি রাস্তার ধারে নয়ানজুলিতে উল্টে যায়। দুর্ঘটনার পর এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। স্থানীয় বাসিন্দারাই প্রথমে ঘটনাস্থলে ছুটে এসে উদ্ধারকাজ শুরু করেন এবং বাসের ভিতরে আটকে থাকা যাত্রীদের বের করে আনেন। দুর্ঘটনায় ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় পূর্ব বর্ধমানের ধাড়ান এলাকার বাসিন্দা ৬৫ বছরের লক্ষ্মী মুর্মু এবং ৩৫ বছরের শর্মিলা সরেনের। জানা গিয়েছে, তাঁরা তারকেশ্বরে শিবের মাথায় জল ঢালতে যাচ্ছিলেন। মৃতদেহ দুটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে। পরে সেগুলি পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হবে। আহতদের দ্রুত উদ্ধার করে আরামবাগ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। চিকিৎসাধীন কয়েকজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক বলে হাসপাতাল সূত্রে জানা গিয়েছে।এদিকে দুর্ঘটনার পর উদ্ধারকাজে বিলম্ব এবং অ্যাম্বুল্যান্স দেরিতে পৌঁছনোর অভিযোগ তুলে বিক্ষোভ দেখান স্থানীয় বাসিন্দারা। তাঁদের দাবি, দুর্ঘটনার খবর পাওয়ার পরও যথাসময়ে প্রশাসনের সাহায্য মেলেনি। পাশাপাশি এলাকার বেহাল রাস্তার অবস্থাকেও দুর্ঘটনার অন্যতম কারণ হিসেবে দায়ী করেছেন বাসিন্দারা। তাঁদের অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরে রাস্তা সংস্কারের দাবি জানানো হলেও প্রশাসনের তরফে কোনও কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি।

টানা বৃষ্টিতে জলঢাকায় বন্যার আশঙ্কা !

মাইকিং করে প্রশাসনের সর্তকতা

বাবলু রহমান,নয়া জামানা , জলপাইগুড়ি ঃ গত কয়েকদিন ধরে টানা বৃষ্টিতে একদিকে যেমন সাধারণ মানুষের জনজীবন কার্যত বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে, অন্যদিকে নদী পারের বাসিন্দাদের মধ্যে বাড়ছে উদ্বেগ ও আতঙ্ক। বিশেষ করে জলঢাকা নদীর জলস্তর ক্রমশ বাড়তে থাকায় চিন্তার ভাঁজ পড়েছে নদী সংলগ্ন এলাকার মানুষের কপালে। সোমবার ধূপগুড়ি ব্লকের গজারখুঁটি গ্রাম পঞ্চায়েতের পক্ষ থেকে মাইকিং করে নদী পার্শ্ববর্তী এলাকার বাসিন্দাদের সতর্ক করা হয়। প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, পাহাড়ে লাগাতার ভারী বৃষ্টির পাশাপাশি সমতলেও অবিরাম বৃষ্টি হওয়ায় জলঢাকা নদীতে হু হু করে জল বাড়ছে। ইতিমধ্যেই নদীর জল বিপদসীমার উপর দিয়ে বইছে বলে খবর।স্থানীয় বাসিন্দাদের বক্তব্য, প্রতি বছর বর্ষার সময় নদীর জল বাড়লেও এবারের পরিস্থিতি শুরু থেকেই যথেষ্ট উদ্বেগজনক। গত কয়েকদিনের একটানা বৃষ্টিতে নদীর স্রোত অনেক বেশি বেড়ে গেছে। নদীর ধারে বসবাসকারী পরিবারগুলির মধ্যে আতঙ্কের পরিবেশ তৈরি হয়েছে। বিশেষ করে রাতের দিকে অনেকেই চিন্তায় ঘুমাতে পারছেন না। কখন নদীর জল আরও বেড়ে যায়, সেই আশঙ্কায় রয়েছেন তাঁরা। গজারখুঁটি গ্রাম পঞ্চায়েতের পক্ষ থেকে মাইকিং করে মানুষকে নদীর ধারে অযথা না যাওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি শিশুদের নদীর পাড়ে খেলতে না দেওয়া, গবাদি পশু নিরাপদ জায়গায় সরিয়ে রাখার মতো গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশও দেওয়া হয়েছে। যেকোনও জরুরি পরিস্থিতিতে দ্রুত প্রশাসনকে খবর দেওয়ার আবেদন জানানো হয়েছে। উল্লেখ j, কয়েকদিন আগেই উত্তর সিকিমের মঙ্গন জেলায় ভারী বৃষ্টির কারণে বিভিন্ন নদ-নদীর জলস্তর বৃদ্ধি পেয়েছিল। তার প্রভাব উত্তরবঙ্গের একাধিক নদীতেও পড়ছে বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা। পাহাড়ি ঢল নেমে আসার ফলে জলঢাকা, তিস্তা-সহ বিভিন্ন নদীর জলস্তর দ্রুত বাড়ছে। এদিকে টানা বৃষ্টিতে ধূপগুড়ি ও আশপাশের বিভিন্ন এলাকায় দৈনন্দিন জীবনযাত্রাও ব্যাহত হয়েছে। অনেক কাঁচা রাস্তা কাদায় পিচ্ছিল হয়ে পড়েছে। বাজারে যেতে, কাজে যেতে কিংবা স্কুল-কলেজে পৌঁছাতে সাধারণ মানুষকে ভোগান্তির মুখে পড়তে হচ্ছে। কৃষকরাও চিন্তায় রয়েছেন। অতিরিক্ত বৃষ্টির ফলে চাষের জমিতে জল জমে ফসলের ক্ষতির আশঙ্কা তৈরি হয়েছে।

জেলা প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, পরিস্থিতির উপর সার্বক্ষণিক নজর রাখা হচ্ছে। নদীর জলস্তর নিয়মিত পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছে এবং প্রয়োজন হলে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়া হবে। বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী ও সংশ্লিষ্ট দপ্তরগুলিকেও সতর্ক রাখা হয়েছে।প্রশাসনের পক্ষ থেকে নদী সংলগ্ন এলাকার মানুষকে গুজবে কান না দিয়ে সরকারি নির্দেশ মেনে চলার আবেদন জানানো হয়েছে।

চার বছরের অপেক্ষার অবসান

বাহাদুর গ্রাম পঞ্চায়েতে শুরু ১২৫ দিনের কাজ

বাবলু রহমান,নয়া জামানা , জলপাইগুড়ি ঃ দীর্ঘ প্রায় চার থেকে পাঁচ বছর বন্ধ থাকার পর অবশেষে ফের কর্মসংস্থানের নতুন দিগন্ত খুলল জলপাইগুড়ি সদর ব্লকের বাহাদুর গ্রাম পঞ্চায়েতে।

আগে যেখানে ১০০ দিনের কাজের প্রকল্প চালু ছিল, বর্তমানে তা ১২৫ দিনের কর্মসংস্থান প্রকল্প হিসেবে শুরু হয়েছে। বহুদিন ধরে কাজের সুযোগ না পেয়ে সমস্যায় থাকা জব কার্ডধারী শ্রমিকদের মুখে এদিন দেখা গেল স্বস্তি ও আনন্দের ছাপ।সোমবার বাহাদুর প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র চত্বরে একটি ড্রেন নির্মাণ প্রকল্পের মাধ্যমে ১২৫ দিনের কাজের আনুষ্ঠানিক সূচনা হয়। সদর ব্লকের ১৪টি গ্রাম পঞ্চায়েতের মধ্যে বাহাদুরেই প্রথম এই প্রকল্প শুরু হওয়ায় প্রশাসনিক মহল এবং স্থানীয় বাসিন্দাদের মধ্যে উৎসাহের পরিবেশ তৈরি হয়েছে। অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রোগ্রাম অফিসার শ্রীমতী নূর পান্দি লেপচা জানান, বহুদিন ধরে এলাকার মানুষের দাবি ছিল এই কাজটি শুরু করার। তিনি বলেন, ২০২১-২২ সালের পর থেকে কর্মসংস্থানের এই প্রকল্প বন্ধ ছিল। ফলে বহু জব কার্ডধারী পরিবার কাজের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়েছিল। আবার কাজ শুরু হওয়ায় প্রশাসনের পাশাপাশি সাধারণ মানুষের মধ্যেও আনন্দের পরিবেশ তৈরি হয়েছে।পলেন ঘোষ তাঁর বক্তব্যে বলেন, দীর্ঘদিন ধরে সাধারণ মানুষ কর্মসংস্থানের সুযোগ থেকে বঞ্চিত ছিলেন।

এখন ১২৫ দিনের কাজ চালু হওয়ায় গ্রামের মানুষের হাতে আরও বেশি কাজ পৌঁছাবে। তিনি দাবি করেন, বর্তমানে স্বচ্ছ ও প্রযুক্তিনির্ভর ব্যবস্থার মাধ্যমে কাজ পরিচালনা করা হচ্ছে যাতে প্রকৃত শ্রমিকরাই কাজের সুযোগ ও প্রাপ্য মজুরি পান।নির্মাণ সহায়ক সুকুমার নন্দী জানান, গ্রামের মানুষের জন্য এটি অত্যন্ত সুখবর।

চার বছর পর ফের কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি হয়েছে। তিনি বলেন, আগে ১০০ দিনের কাজ ছিল, এখন তা ১২৫ দিনের কর্মসংস্থানের প্রকল্পে পরিণত হয়েছে। ফলে শ্রমিকরা আরও বেশি সময় কাজ করতে পারবেন এবং পরিবারের আয়ও বাড়বে।বাহাদুর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান অমিত দাস বলেন, সদর ব্লকের মধ্যে বাহাদুরে প্রথম এই প্রকল্প শুরু হওয়ায় তিনি অত্যন্ত আনন্দিত। তিনি বলেন, ব্লক প্রশাসন, আধিকারিক, সুপারভাইজার, জব কার্ডধারী শ্রমিক এবং গ্রাম পঞ্চায়েতের সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টাতেই এই কাজ সম্ভব হয়েছে।

জাতীয় সড়কে টোটো নিষিদ্ধে তৎপর প্রশাসন,রুজি-রুটির চিন্তায় চালকরা

নয়া জামানা,জলপাইগুড়ি ঃ রাজ্য সরকারের নির্দেশ মেনে জাতীয় সড়ক ও রাজ্য সড়কে টোটো চলাচল বন্ধ করতে মাঠে নেমেছে পুলিশ প্রশাসন। বিভিন্ন জায়গায় শুরু হয়েছে নজরদারি ও সচেতনতামূলক অভিযান। সোমবার ধূপগুড়ির জলঢাকা সংলগ্ন এলাকায় প্রবল বৃষ্টিকে উপেক্ষা করেই রাস্তায় দাঁড়িয়ে টোটোচালকদের সতর্ক করেন পুলিশকর্মীরা। জাতীয় সড়কে টোটো না চালানোর জন্য চালকদের বোঝানো হয় এবং সরকারি নির্দেশ সম্পর্কে বিস্তারিত জানানো হয়। পাশাপাশি ভবিষ্যতে নিয়ম অমান্য করলে আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হতে পারে বলেও জানানো হয়। সম্প্রতি রাজ্যের পরিবহন দপ্তর টোটো চলাচল নিয়ে আরও কড়া অবস্থান নিয়েছে। পরিবহনমন্ত্রী অর্জুন সিং স্পষ্ট ভাষায় জানিয়েছেন, কোনওভাবেই জাতীয় সড়ক বা রাজ্য সড়কে টোটো চলাচল করতে দেওয়া হবে না। তাঁর বক্তব্য, টোটো মূলত স্থানীয় ও ছোট রাস্তায় চলাচলের জন্য তৈরি।

Naya Jamana Evening Edition.....9 june.....2026_Layout 1 23-06-2026 16:22 Page 4

ইতিহাস, সম্প্রীতি, পর্যটনে আজও

অদ্বিতীয় মুর্শিদাবাদের কিরীটেশ্বরী গ্রাম

কিরীটেশ্বরী এখন সংবাদ শিরোনামে, দেশের পর্যটন মানচিত্রে সেরার শিরোপা পেয়েছে এই গ্রাম। ভাগীরথীর পশ্চিমতীরের এই গ্রামকে ঘিরে এখন উন্মাদনার শেষ নেই। মুর্শিদাবাদ জেলার প্রাচীনতম জনপদ বলা যায় কিরীটেশ্বরীকে। 'মাইথলোজি' বলে, এখানে সতীর কিরীট অর্থাৎ মুকুট পড়েছিল। সেই থেকে গ্রামনামে কিরীট-র আবির্ভাব। তখন গ্রামের নাম ছিল কিরীটকোণা। যদিও রেনেলের মানচিত্র বা রিয়াজুস সালাতীন গ্রন্থে গ্রামের নাম রয়েছে তীরতকোণা। মুখসুদাবাদ, মুর্শিদাবাদ হয়ে ওঠার আগে থেকেই এই মন্দির বিদ্যমান। আজ মানুষ এই গ্রামের নাম জানছে, সতীপীঠ হিসেবে খ্যাতি লাভ করছে কিরীটেশ্বরী। তবে, এ গ্রামের যে বৈশিষ্ট্য নিয়ে বেশি করে আলোচনা করা দরকার, তা হল ধর্মীয় সম্প্রীতি। সম্প্রদায়িক সম্প্রীতির অনন্য নজির কিরীটেশ্বরী। সে যুগে নবাবদের নহবতখানার বাদ্যযন্ত্রের আওয়াজ আর কিরীটেশ্বরীর শঙ্খধ্বনি মিশে যেত মুর্শিদাবাদের আকাশে-বাতাসে। কিরীটেশ্বরী গ্রাম মানেই কেবল সতীপীঠ বা কালী মন্দির নয়। মন্দির চত্বরে বেশ কয়েকটি শিব মন্দির রয়েছে, এক একটির ইতিহাস সুপ্রাচীন। এখন কিরীটেশ্বরীর দু'টি মন্দির রয়েছে, পাশেই রয়েছে ভগ্ন মন্দির। সেটিই প্রাচীন মন্দির। দুই মন্দিরের পুরোহিতের সঙ্গে আলাদা আলাদা করে কথা বলে জেনেছি, এদের দুজনেরই বক্তব্য, তএই এটাই আসল কিরীটেশ্বরী, এখানেই কিরীটকণা পড়েছিল।দ কাছেই রয়েছে গুপ্ত মন্দির, সেখানকার পুরোহিতেরও একই বক্তব্য। আদতে এদের পেশা পৌরহিত্য, মানুষকে যত ধর্মের মহিমা বলবেন, ততই এদের উপার্জন বাড়বে।

ইতিহাস নিয়ে ভাবার সময় নেই এঁদের। মন্দিরের বাইরে যাঁরা ফুল, মালা, পুজোর সামগ্রী বিক্রি করেন তাঁদেরও একই অবস্থা। কিরীটেশ্বরী নিয়ে অধুনা বহু রকম প্রচার চলছে, তবে সত্য হল বঙ্গাধিকারীরা এই মন্দিরকে টিকিয়ে রেখেছিলেন, কিরীটেশ্বরী আজও যে টিকে আছে তার সিংহভাগ কৃতিত্ব এঁদেরই এবং কিছুটা রানী ভবানীর উত্তরপুরুষদের। বঙ্গাধিকারীদের আদিপুরুষ ভগবান রায়ের ছোটো ভাই বঙ্গবিনোদ রায় শাহ সুজার থেকে কানুনগো পদ এবং প্রচুর দেবোত্তর সম্পত্তি পান। কিরীটেশ্বরীও ওই দেবোত্তর সম্পত্তির মধ্যে ছিল। ভাবা যায়? মোঘল শাসকের অধীনে রয়েছে দেবী কালিকার মন্দির আর সেই মন্দিরে এক চুলও আঘাত আসেনি। আজকের ভারতে যা রটানো হয়, সেকালের ভারত মোটেও তেমনটা ছিল না। মুসলাম শাসক মানেই হিন্দুর মন্দির ধ্বংসকারী নয়।এতজন নবাব মুর্শিদাবাদ শাসন করেছেন, কিন্তু কেউই কিরীটেশ্বরীর মন্দিরকে স্পর্শ করেননি। মন্দিরের উপর কোনও আঘাত আসেনি। বরং অস্তিত্ব রক্ষায় সাহায্য করেছেন তাঁরা। কারণ নানান সময়ে নবাবদের খাস কর্মীরাই এই মন্দিরের সংস্কার করেছেন। মুসলমান শাসনকালে কিরীটেশ্বরী তীর্থস্থান হিসেবে পরিচিত ছিল। মন্দিরের পুরোহিতের সঙ্গে কথা বলেছিলাম, তিনি নানান কথা জানিয়েছিলেন। বলেছিলেন, নবাবরা মায়ের মহিমার কথা জানতেন। মন্দিরের পিছনের দিকে পুকুর তাদেরই খনন করানো।

আজও সেই পুকুর রয়েছে। ইতিহাস অনুসন্ধান করে দেখেছি, মীরজাফর জীবনের অন্তিম পর্যায়ে এই মন্দিরের চরণামৃত পান করেছিলেন এবং তার পর তাঁর মৃত্যু হয়েছিল। কিন্তু তিনি স্বেচ্ছায় খেয়েছিলেন কি? ইতিহাস বলছে নন্দকুমারের অনুরোধে তিনি চরণামৃত পান করেছিলেন। কুষ্ঠ আক্রান্ত মীরজাফর তখন মৃত্যুর অপেক্ষায়, পরিবারের লোকেরা তাঁকে নির্বাসিত করেছে। ফলে পরিত্রাণের পথ পেতে তিনি নিজ ইচ্ছায় এমনটা করতেই পারেন। কিন্তু পুকুর খননের নির্ভরযোগ্য তথ্য পাইনি। কেউ কেউ লিখেছেন বটে কিন্তু ঐতিহাসিক প্রমাণ নেই। পুকুর কাটা হয়েছে পূর্ব-পশ্চিম বরাবর লম্বাটে করে। সাধারণত হিন্দু মন্দির লাগোয়া পুকুরগুলো এমন হয় না। পুরোপুরি বর্গক্ষেত্রে না হলেও, দৈর্ঘ্য-প্রস্থের অনুপাতে সামঞ্জস্য রাখার চেষ্টা করা হয়। পুকুরটি মুসলমান শাসকের খনন করানো, এটাই যা ক্ষীণ সম্ভাবনা।কিরীটেশ্বরী গ্রামেই চিরনিদ্রায় শুয়ে আছেন মুর্শিদাবাদের দ্বিতীয় নবাব, মুর্শিদকুলীর জামাই সুজা উদ্দীন। ইতিহাস তাঁকে সেভাবে মনে রাখেনি, তবে প্রজাবাৎসল্যের নিরিখে তিনিই ছিলেন মুর্শিদাবাদের শ্রেষ্ঠতম নবাব। ধর্মীয় বেড়াজালের উপরে উঠে তিনি হয়ে উঠেছিলেন সকলের নবাব। মুর্শিদকুলী যে সব জমিদারদের বন্দি করেছিলেন, সুজা তাঁদের মুক্ত করেন। এমনকি মুর্শিদকুলীর যে'সব কর্মীরা হিন্দু প্রজাদের উপর অত্যাচার করেছিল, তাঁদের শাস্তি দেন সুজা। নাজীর আহম্মদ তাদের মধ্যে অন্যতম, তাকে প্রাণদণ্ড দিয়েছিলেন সুজা। সুজা তৈরি করেছিলেন ফারহাবাগ। আজ আর তা নেই, তবে সুজার রোশনিবাগ রয়েছে, কিরীটেশ্বরী গ্রামের মধ্যেই অবস্থিত সেটি। এখনও মানুষ তা দেখতে যান। সুজা মারা যান ১২৫১ অব্দে (হিজরি সন), রোশনিবাগেই তিনি সমায়িত রয়েছেন। মুর্শিদাবাদ নিয়ে

লেখা একশো বছরের পুরোনো বইগুলো বলছে, সুজার প্রিয় কর্মচারী আলিবর্দি রোশনিবাগে মসজিদ তৈরি করেন, ১১৫৬ অব্দ (হিজরি সন)। যদিও শেষ পঞ্চাশ বছরের ইতিহাস অনুসন্ধানে জানা গিয়েছে, মসজিদটি সুজাই বানিয়েছিলেন। মসজিদটি আজও রয়েছে। রোশনিবাগে একজন গাইড আছেন। বৃদ্ধ, বয়সের ভারে কাহিল। ২০২০ সালেও তাঁর দেখা পেয়েছি, এখনও আছেন কিনা জানি না। তিনি স্থানীয় গ্রামবাসী, পেটের টানে গাইড হয়েছেন। ইতিহাস বলেন নিজের মতো করে, কিছুটা সত্যি কিছু জনশ্রুতি, যা যুগ যুগ ধরে চলে আসছে। তাঁর কথায়, তসুজার সমাধিই হল গোটা মুর্শিদাবাদের সবচেয়ে লম্বা কবরদ। মসজিদ থেকে কয়েক পা এগোলেই সমাধি। ফুট তিনেক উঁচু বেদির উপর সমাধিভবন বানানো হয়েছে। ভিতরে শুয়ে আছেন সুজা। উঁকি দিয়ে দেখলাম, সমাধির দৈর্ঘ্য প্রায় সাত ফুট। সুজা বেশ লম্বা, চওড়া মানুষ ছিলেন তা বোঝা যায়। একেবারে প্রাচীন সমাধিভবনটি বহু আগেই ভেঙে গিয়েছে, তারপর নতুনটি নির্মিত। সেটির বয়সও একশোর বেশি হবে। এখন হেরিটেজ পাওয়ার দৌলতে রক্ষণাবেক্ষণ হয়। আমি ২০২০ সালের ফেব্রুয়ারিতে গিয়ে দেখেছি, রোশনিবাগের সাদা রঙ চকচক করছে, বুঝলাম সদ্যই রঙ হয়েছে। জিনিসপত্রও কিছু পড়েছিল, বুঝলাম সংস্কারের কাজ হবে হয়তো। মসজিদের সামনে দেখলাম প্যান্ডেল করা। মানুষের আসা-যাওয়া বোঝা যায়। উদ্যানের গাছগুলোও সুন্দর করে কাটা। রোশনিবাগে কোনও টিকিট লাগে না। অবশ্য লাগবেই বা কেন, ভিতরে রয়েছে কেবল মসজিদ আর সমাধি, আর রয়েছে কয়েকটা গাছ দিয়ে গোছানো বাগান। কিন্তু প্রবেশ মূল্য না নিয়েও যে রক্ষণাবেক্ষণ চলছে দেখে ভালো লেগেছিল।

গাইড দেখালেন ওখানে আরও একটি কবর আছে। সেটি সুজার দ্বিতীয় স্ত্রীর। (প্রথম স্ত্রী মুর্শিদকুলীর মেয়ে) নিখিলনাথ রায় তাঁর বইতে দ্বিতীয় কবরটির কথা উল্লেখ করেছেন কিন্তু সেটা কার কবর তা লেখেননি।এই কিরীটকণাতেই সিরাজ গড়ে তুলেছিলেন হীরাঝিল। মেসো নাওয়াজেসের মোতিঝিল দেখে অনুপ্রাণিত হয়ে কৃত্রিম ঝিল খনন করে গড়েছিলেন প্রাসাদ। সেই প্রাসাদে থাকতেন সিরাজ। পলাশীর পর মীরজাফরের সিংহাসন আরোহণ হয়েছিল হীরাঝিলেই। তবে আজ আর হীরাঝিলের চিহ্ন মাত্র নেই। সব ভাগীরথীর পেটে চলে গিয়েছে। এখন টোটো চালকরা ভাগীরথীর তীর ঘেঁষা এক জায়গায় পর্যটকদের নিয়ে গিয়ে বলেন, 'এখানে সিরাজ-উদ্-দৌলার প্রসাদ, হীরাঝিল ছিল'। এ'সব কিছুকে আমার নিছক 'গপ্পো' মনে হয়। কারণ হীরাঝিল পুরোটাই জলের তলায়, সেখানে এখন নদী বইছে। পর্যটন শিল্পের সুবিধার জন্য হয়তো নতুন জায়গাটির উৎপত্তি করেছিলেন কয়েকজন গাইড। এই হীরাঝিলও কিন্তু সম্প্রীতির ঐতিহ্য বহন করেছে, সিরাজ তাঁর বেগমদের নিয়ে এখানে হোলি খেলতেন, এমন দাবিও করেছেন ঐতিহাসিকরা। এদেশের মুসলমান শাসকরা যে হোলির রঙের প্রতি আকৃষ্ট ছিলেন, তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না।আজকের ভারত অনেকখানি বদলে গিয়েছে। ভারতীয় সংস্কৃতির বহুত্ববাদকে অস্বীকার করার নেশায় মশগুল একদল মানুষ। সেখানে দাঁড়িয়ে কিরীটেশ্বরীর সেরার শিরোপা জয়, ফের ভারতের বৈচিত্র্য ও আবহমান সংস্কৃতির ধারাকে শীলমোহর দিল। মুসলাম শাসকের আমলে সতীপীঠ পুরোদস্তুর মন্দির হয়ে ওঠে। শাক্ত মন্দিরের সঙ্গে জড়িয়েছিলেন চৈতন্য ও তাঁর বৈষ্ণব মতাদর্শ, তারও আগেও বৌদ্ধ ধর্মদর্শন। কিরীটেশ্বরীর ভৈরবকে ধ্যানস্থ বুদ্ধের সঙ্গে তুলনা করা হত। মুসলমান শাসকের আমলে তা হয়ে ওঠে তীর্থক্ষেত্র, মানুষজন পুজো দিতেন। পাশাপাশি তৈরি হয় মসজিদ, সেখানে লোকজন নামাজ পড়েন। নবাব প্রাসাদে হোলি খেলেছেন।

এটাই তো ভারত, সব জাতির মহামিলন ক্ষেত্র। বৈচিত্রপূর্ণ ভারত, যেখানে হিন্দু-মুসলমানের শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান ছিল, সেই ভারতের নির্যাস ধরা দিত কিরীটেশ্বরীতে। আজও তাই-ই দেয়। আমি কিরীটেশ্বরী গ্রাম ঘুরেছিলাম ইসমাইলের টোটোতে, দেখেছি সেও মন্দিরের সামনে দাঁড়িয়ে কপালে হাত ঠেকিয়েছে। মনে মনে বলে উঠেছি সাব্বাস ভারত! সৌ ঃ বঙ্গদর্শন।

সম্পাদক ঃ মানস কুমার দাস ।। সংবাদ নয়া জামানার পক্ষে প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারী মানস কুমার দাস কর্তৃক ১০৯,মেঘনাথ সাহা সরণী, নিউ ব্যারাকপুর,কলকাতা -৭০০১৩১ থেকে ডিজিটালি প্রকাশিত।